116

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...09 MAR..1998...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৪...

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

সারা দেশে পাবলিক এক্সামিনেশনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এ বছর আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বছর বছর এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থী বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় এ বছর ছেদ পড়তে যাচ্ছে। কেবল ঢাকা বোর্ডে গত বছরের তুলনায় উভয় পরীক্ষায় প্রায় পৌনে এক লাখ পরীক্ষার্থী কম অংশ নিচ্ছে। অন্যান্য বোর্ডেও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বিগত বছরগুলোর তুলনায় কম।

এদিকে পরীক্ষা পিছানোর গুজব থাকলেও বোর্ড ঘোষিত নির্ধারিত তারিখেই এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবার তারিখ ১৬ এপ্রিল। ইতোমধ্যে এ পরীক্ষার রুটিন দৈনিক জনকণ্ঠসহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২৮ মে। গুজব উঠেছে যে, বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা উপলক্ষে এইচএসসি পরীক্ষা দু'মাস পিছিয়ে জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, পরীক্ষা পিছানোর কোন সম্ভাবনাই নেই। ইতোমধ্যে পরীক্ষার রুটিন তৈরি করা হয়েছে এবং অচিরেই তা প্রকাশ করা হবে। নতুন সিলেবাসের অধীনে প্রথমবারের মতো '৯৮ সালে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তারপরও সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভে পৃথক পৃথকভাবে পাস করার নিয়ম বহাল থাকবে। যে কারণে অতি নিম্নমানের ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় কম অংশ নিচ্ছে।

নতুন ও পুরনো মিলিয়ে ঢাকা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এ বছর ২ লাখ ১৫ হাজার। '৯৭ সালে ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ২০ হাজার।

এইচএসসি পরীক্ষায় সারা দেশে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এ বছর আশঙ্কাজনকভাবে কম। ঢাকা বোর্ডে এ বছর ১ লাখ ৫০ হাজার পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। অথচ '৯৭ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে ২ লাখ ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়।

এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হবার কারণ সম্পর্কে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তোজাম্মেল হোসেন জনকণ্ঠকে জানান, '৯৬ সালে এসএসসি পরীক্ষার ফল খুবই খারাপ ছিল। যে কারণে '৯৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। পরীক্ষা পিছানো হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, পরীক্ষা পিছানোর কোন কারণ নেই। পূর্বঘোষিত তারিখেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আশা রাখি। পরীক্ষার্থীদের সেভাবেই প্রস্তুতি নেয়া উচিত।